E-CONTENT PREPARED BY

Smt. SUMANA CHANDA

Assistant Professor

Department of Philosophy

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours

(Semester - I) in Philosophy

Name of Course: Outlines of Indian Philosophy - I

Topic of the E-Content

Ethical Theory of Cārvāka

E-Content –

Quadrant 2: Text

Miss. Sumana Chanda

Assistant Professor, Department of Philosophy, Durgapur Government College

Semester - I

BAHPHIC101 - Outlines of Indian Philosophy – I (Cārvāka Philosophy)

চার্বাক নীতিতত্ত্ব

(Ethical Theory of Cārvāka)

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – এই চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ ভারতীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই চারটিকে চতুর্বর্গ বলা হয়। কিন্তু চার্বাক মতে, কামই পরম পুরুষার্থ এবং সুখলাভের সহায়ক অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলেছেন। চার্বাকদের নৈতিক মতবাদ 'সুখবাদ' এবং চার্বাকরা 'সুখবাদী' নামে পরিচিত। চার্বাক অধিবিদ্যায় জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই জড়বাদ স্বীকার করেই তাঁরা বলেছেন – দেহ অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, ঈশ্বর অস্তিত্বহীন, ইহলোকই সত্য। তাই চার্বাক মতে, যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচো, কারণ মৃত্যুকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

চার্বাকরা বলেছেন, কামই একমাত্র পুরুষার্থ। সংসারে বিরহ, দুঃখ, মৃত্যু, রোগ, শোক সবই আছে, কিন্তু তাই বলে সুখ নেই, এমন কথা কে বলবে? সুখ – দুঃখের নদী বয়ে চলেছে। বুদ্ধিমানেরা সুখধারায় স্নান করবে, তারা দুঃখের কাছে আসবে কেন? সুখের সঙ্গে দুঃখ মিলে আছে বলে সুখ কি ছাড়তে আছে? পদ্মফুলে কাঁটা আছে বলে পদ্ম কি পরিত্যাজ্য? ধানে তুষ আছে বলে ধান কি কেউ ফেলে দেয়? জীবনপাত্র থেকে সুখ নামক অমৃত গ্রহণ করতে হবে। সুখই কাম্য। মোক্ষ বা মুক্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি বোঝায় তাহলে তা অসম্ভব, যেহেতু দেহ অতিরিক্ত আত্মা নেই। চার্বাকরা বলেন, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচো, ঋণ করে হলেও ঘি খাও। এই মতবাদ 'স্থূল বা অসংযত আত্মোসুখবাদ'। চরমপন্থী ধূর্ত চার্বাকেরা এই মতের সমর্থক। এই মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টিপাসের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চার্বাকরা বলেন, অন্ধকার না থাকলে আলোর রূপ কখনো বোঝা যায় না। তেমনই দুঃখ আছে বলেই সুখের এতো মাধুর্য। তৃষ্ণার্ত না হলে জলের মর্ম কি কখনো বোঝা সম্ভব? সুতরাং দুঃখের পরই সুখ সবচেয়ে সুন্দর,

সবচেয়ে সার্থক ও মধুর। পূর্বজন্ম নেই, পরজন্ম বলেও কিছু নেই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেই কারণে অবশ্যই বর্তমান জীবনের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

সুখের মধ্যে কোনো গুণগত ভেদ চার্বাক দর্শনের প্রচলিত উক্তিতে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু চার্বাকবাদী সকলেই যে সুখের গুণগতভেদ অস্বীকার করতো – এমন মনে হয় না। সুশিক্ষিত চার্বাকরাও উচ্চতর সুখকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছিলেন। একথা মনে করার সংগত কারণ আছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাৎস্যায়নের কামসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়।

চার্বাক প্রচারিত স্থূল সুখবাদ নানাভাবে নিন্দিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকেরাও আত্মকেন্দ্রিক স্থূল দৈহিক সুখের নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেন ইন্দ্রিয় সুখ বা দৈহিক সুখই কাম্য হলে তা হবে সমাজের পথে বিপজ্জনক। তাঁদের মতে, অনিয়ন্ত্রিত দৈহিক সুখ সুখই নয়। মানুষ কেবল পশু নয়। সুতরাং মানুষের উচিত উচ্চতর সুখ অন্বেষণ করা। দৈহিক সুখ মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। দৈহিক সুখের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই, নিবৃত্তি নেই। মানুষ যদি তার সুখ সমূহের একাংশও অন্যকে উৎসর্গ না করে, তাহলে সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই মতবাদ তাই 'সূক্ষ বা সংযত সুখবাদ'। সুশিক্ষিত চার্বাকগণ কেবলমাত্র জৈবসুখকে সুখ বলে স্বীকার করেন না। এই চার্বাকসম্প্রদায়ের মতে, আচার্য বৃহস্পতি ও তাঁর সূত্রে সুখ বলতে, বৃহত্তর সুখকে আনন্দ বলেছেন। সুতরাং আনন্দই মানুষের পুরুষার্থ, জৈব সুখ নয়। এই মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাস মানসিক বা বৌদ্ধিক সুখকে মানুষের কাম্য বলেছেন।

References: (তথ্যসূত্র)

1. Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1960.

2. চক্রবর্তী, ড. নীরদবরণ, *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাব্লিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।